সময় আর পরিবেশের পরিমাপে

জয়নাল আবেদীন

স্বল্প আহার স্বাস্থ্য আর স্বল্প কথা নাকি বিজ্ঞতার লক্ষণ। তাই বলে খাবারের অভাবে কম খাওয়া যেমন সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় (দুর্ভিক্ষের নামান্তর) তেমনি জানার অভাবে চুপ করে থাকা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয় মোটেই। বাংলাদেশে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমার প্রিয় লেখকদের একজন। সম্ভবতঃ তাঁর লেখা এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম, **"সংসারের বেশীর ভাগ মুখই গম্ভীর হয়- বিজ্ঞতায় নয়, অজ্ঞতায়"**। এর চেয়ে বড় সত্য আর দেখিনা। তবুও আমার মনে হয়, সেটা মন্দের ভাল। সময়, সামাজিক আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা ছাড়া বক্তব্য রাখা, মনে হয় ছেলে মানুষী। বোকামী বললেও, খু-উব বড় একটা ভুল হয় না। অথচ এই ভুল আমরা করি, আমি করি; আর করতেও দেখি প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ। আশে-পাশে, প্রায় সব খানে। ছোট একটা ঘটনা বলি।

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। সময়টা গ্রীষ্মকাল। আমার এক সময়ের সহকর্মী, বন্ধু; তখনি এসেছে বাংলাদেশ থেকে। প্রায় নব্য এক দম্পতি । অভিবাসী জীবনের স্বপ্নীল ভাবালুতা তখনও তাদের চোখে-মুখে । আমার বাড়ীর কাছেই তাদের নতুন অস্থায়ী নিবাস। অফিস থেকে সেদিন ফিরেছি বেশীক্ষণ হয়নি। দিবাকর তখনও পশ্চিম আকাশের দিগন্ত-রেখা থেকে যোজন ক্রোশ দুরে। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আর জ্বালাচ্ছে আশ-পাশ, চারিদিক। খাবার টেবিলে বসে রাতের খাবার(খট-খটে দিনের বেলা) খেতে শুরু করবো, এমন সময় দেখি বাইরে কলিং বেলের আওয়াজ। দরজায় দাঁড়ানো হাসি-খুশী মুখ- আমাদের বন্ধু দম্পতি। ঘরের ভিতরে ঢুকে, খাবার টেবিলে রাতের খাবার সাজানো দেখেতো তাদের রিতিমতো ভীমরি খাওয়ার অবস্থা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিয়ে বলে, বিকেলতো মাত্র ছয়টা। সন্ধ্যে হতে এখনও প্রায় অর্ধেক-দিনই বাকি। এখন যদি *ডিনার* করেন, রাতে খাবেন কি?

সলজ্জ নয়, হাস্যোজ্জল মুখেই বললাম, এটাই আমাদের রাতের খাবার। এসো, তোমরাও বসে পড়ো। আমার এই সকরুণ অবস্থা(?) সেই সাথে রোদ ঝলমল খট-খটে দিনের বেলায় রাতের খাবারের আমন্ত্রণ, তাদের হাসির আগুণে যেন ঘৃতাহুতি দিল। জায়া ও পতির পরস্পারিক চার চোখের মিলন আর সেই হাসি মনে হলে, এখনও আমি হাসি। হাসার *রেস*-এ ক্লান্ত হয়ে যখন ওরা দম নিচ্ছে, তখন ধীরে সুস্থে বললাম; একটু বসো, আমরা খেয়ে নেই। তারপর একসাথে সবাই মিলে চা খাবো। তবে মনে রেখো, একদিন তোমরাও..।

হাস্যরসে সিক্ত হয়ে ওরা আক্ষরিক অর্থেই সমস্বরে চীৎকার করে উঠেছিল; কক্ষণো না। বন্ধু-পত্নী তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছিল, ও অফিস থেকে ফিরে আসলে আমরা সব সময় একসাথে নাস্তা করি। একেক দিন; একেক রকম। রাতের খাবার সেই নয়টা-সাড়ে নয়টার আগে আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। আমরা অবশ্যই-ই এটা ধরে রাখবো। দেখবেন!

আমি সেদিন হেসেছিলাম; মৃদু। অনেকটা ঠোঁটের কোণে। সেদিনের মতো কোন পরিবেশে দুটো পরিবার যদি কখনো একত্রিত হই, এখন আমরা সবাই হাসি। তবে, এখন ওদেরটা ঠোটের কোনে,

সলজ্জ্ব । আর আমাদেরটা আকর্ণ বিস্তৃত।

আর একটা ঘটনা। অভিবাসি জীবনে তাঁদের প্রথম নাকি দ্বিতীয় মাদার্স-ডের একদিনে আমার এক বন্ধুস্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছিলো, জানিনা ভাই, এটা কেমন দেশে এসে পড়লাম। ছেলেমেয়েরা মা-বাপকে নাকি বছরে একবার আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মরণ করবে। *লাঞ্চে* নয়তো *ডিনারে* নিয়ে যাবে, উপহার কিনে দেবে। অদুর ভবিষ্যতের বাইরের কোন এক রেস্তোরায় ছেলে-মেয়েদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে খাবার খাচ্ছে, *রিটায়ার্ডমেন্ট হাউসে* ছেলে-মেয়েরা তাঁদের দেখতে এসেছে ফুল নিয়ে, ঘটা-করে; স্বিয় জীবনের তেমন একটা সকরুণ চিত্র দিব্যচোখে দেখতে পেয়ে; তাঁর চোখ সেদিন ছল-ছল করে উঠেছিল। রিটায়ার্ডমেন্ট হাউস, আমাদের বাড়ী থেকে এখনও বেশ খানিকটা দুরে। তবে মাদার্সডের নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের সাথে এরই মধ্যে আমাদের দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার, সুপরিচিত কোন রেস্তোরায়; নয়তো এখানে-সেখানে। তবে চোখের দৃষ্টি এখন ছলছল নয়; ঝলমল। উদ্ভাসিত।

সময়, সামাজিক অবস্থান; কর্মের সার্বিক মুল্যায়ণে সব সময়ই গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত দশ-বার বছরের বালক-বালিকার সাথে পুর্ণ বয়স্ক খুনীর সাজারও পার্থক্য আছে। একজন মানুষকে খুন করলে ফাঁসি হলেও শতশত মানুষকে হত্যা করার জন্য জাতীয় পদক ও মিলতে পারে। দেশের সেবার নিবেদিত প্রাণ অনেকেই সেই দুর্লভ সম্মানের সগৌরব অধিকারী।

ফলাফল বা ঘটনাই শুধু নয়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অবস্থান; সব সময়ই কর্মের আগে নিজেকে উপস্থাপিত করে সার্বিক মুল্যায়নে সীমাহীন ভুমিকা রাখে। আগে রাখতো, এখনও রাখে। কালের বিবর্তনে এতে কোন পরিবর্তন আসেনি। পরিবেশের মাঝে স্বশরীরের উপস্থিত থেকেও পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে বুঝতে, অনুভব করতে; যখন দেখি আমাদেরই সময় লাগে, তখন আজ থেকে হাজার বছর আগের নিয়মের সমালোচনা করার সময়- মনে হয়, দিলের মাঝে একটু রহম নিয়ে আলোচনা করলে; ব্যাপারটা সুন্দর আর ভালো হয়। ধর্ম একটা নাজুক অবস্থান। বিজ্ঞান নয়, বিশ্বাসের উপরই এর ভিত্তি। সম্ভবতঃ সব ধর্মের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। ধর্মের সরব সমালোচনায় মত্ত হয়ে অনেককেই খুব সহজেই বিজ্ঞ সাজার প্রবণতায় উনত্ত হতে দেখি। ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ধর্মীয় ভাবাধারার আলোচনা-সমালোচনা; স্বীয় ধর্মীয় গন্ডির বাইরেও সমানভাবে আদৃত। ধম প্রবর্তক নিজেও এই একটা কারণে বিভিন্ন মহলে সামান্য হলেও আলোচিত।

আমি সমাজ-বিজ্ঞানী নই। তবে আমার মনে হয়, ঘটনার তৎকালীন বাহ্যিক-চালচিত্র, পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাণের একটা দুর্লভ প্রতিফলন আছে ওই আদৃত ফলাফলের ভিতর। কি হলো, কেন হলো, কি হলে ভালো হতো; তার বিশ্লেষণে না গিয়েও মনে হয় বলা যায়; উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই আপাতঃ অসুন্দর ফলাফলটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। **অনুমোদনটা ধর্মীয় হলেও প্রয়োজনটা ছিল সামাজিক।** সেই সাথে ভৌগলিক অবস্থানটার কথা মনে হলে, মনে হয়;- জলবায়ু থেকে শুরু করে পুরো পরিবেশ-পরিস্থিতি শুধু অনুকুলই ছিল না, ছিল অলঙ্ঘণীয়। ধর্ম সব সময়ই সামাজিক অবস্থানকে অবলম্বণ করেই বিকশিত। এটা মনে হয় যেকোন ধর্মের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। নিজস্ব নিয়ম আর স্বকীয়তাকে বজায় রেখে সে সামাজিক পরিমন্ডলের ছত্রছায়ায় হয় বিকশিত; উদ্ভাসিত। তাই হয়তো আরব দেশে ইসলামের বাহ্যিক রুপ ও দর্শণ, ইউরোপ-এশিয়ায় এসে নতুন এক মাত্রা পেয়েছে।

যুদ্ধ-বিগ্রোহ যখন মরুভুমির মতো জায়গায় নিত্যদিনের এক কর্মকান্ড; ফলশ্রুতিতে পুরুষের সংখ্যা

যখন কমছিল প্রতিদিন– প্রতিক্ষণ; শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া যখন মোটামুটি ভাবেই সামাজিক স্বীকৃত; সেই সময় আর সামাজিক অবস্থানকে মাথায় রেখে যদি মুল্যায়ণ করা হয়; তাহলে বিশ্লেষণের মোড় মনে হয় একটু ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী – ২৪/০৭/২০১১

জেঃ আবেদীনের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন